যুগান্তর

তারিখ ২৬ DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে শিবিরের সন্ত্রাস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস দীর্ঘদিন ধরিয়াই জামায়াত-শিবিরের ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ সেইখানে নিয়মিত হামলা ও হুমকির শিকার। রবিবার উহাই ঘটিয়াছে। ঐদিন দুপুরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ, ইউনিয়ন এবং ছাত্রফ্রন্টের নেতাকর্মী ও সাংবাদিকদের উপর দফায় দফায় হামলা চালাইয়াছে জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা। পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়া জানা গিয়াছে, ক্যাম্পাসে উপস্থিতি লইয়া ছাত্রলীগ ব সুমনের সঙ্গে শিবিরের এক কর্মীর কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। উহারই এ পর্যায়ে শিবির কর্মীরা চারিদিক হইতে জড়ো হইয়া সুমনকে বেধড়ক মারধর কে তাহারা হল, ক্যাফেটেরিয়াসহ যেইখানেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পাইয়াছে সেই লাঠিসোটা, দা, কিরিচ, লোহার রড ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হামলা চালাইয়াছে হামলা হইতে বাঁচিতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা প্রক্টর অফিসে গিয়া আশ্রয় লইলে সেইখানেও হামলা চালায় শিবির কর্মীরা। নৃশংস হামলার প্রতিবাদ জানাইলে শি কর্মীরা ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্টসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী ও সাধ ছাত্রছাত্রীদের উপর হামলা চালায়। সাধারণ ছাত্রছাত্রীসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী হইয়াছে। একটি জাতীয় দৈনিকের ফটোসাংবাদিক এমরান হোসাইন ছবি তুলিে তাহার উপরও হামলা চালানো হয়। মারাত্মক আহত নেতাকর্মী বহনকারী তিনটি অ্যাম্বুলেন্সেও হামলা চালাইয়া ব্যাপক ভাংচুর করে শিবির ক্যাডাররা। হামলায় ২০ জন নেতাকর্মীকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে শিবিরের হামলার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর সড়কে ব্যারি দিয়া ১০-১৫টি গাড়ি ভাংচুর করিলে অপরাহ্ন হইতে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রামে যান চ বন্ধ হইয়া যায়। রাতের দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হইয়া আসে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ তাহাদের নেতাকর্মীদের উপর শিবিরের হামল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরকে দায়ী করিয়া তাহাদের পদত্যাগ দাবি করিয়াছে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী শিবির ক্যাডারদের হিংস্রাত্মক হা নিন্দা জানাইয়া ঘটনার সহিত জড়িতদের গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবি হামলা আদৌ নূতন নহে। চট্টগ্রামের ন্যায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও জামায়াত-শি শক্তিশালী ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত। একশ্রেণীর শিক্ষকের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি, এবং ব্যক্তিগত রেষারেষিও দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ কলুষিত করিয়াছে। সর্বোপরি প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী শক্তি ও স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবির চ দীর্ঘদিন হইতে এই স্থানে শক্ত ঘাঁটি গাড়িয়া বসিয়া আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রসমাজ সেইখানে বরাবরই কোণঠাসা। উহারই জের ধরিয়া বে প্রগতিশীল ছাত্রশক্তি ক্যাম্পাসে মাথা তুলিয়া কাজ করা দূরে, কথাও বলিতে পা সকল পক্ষের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার অধিকার রক্ষায় প্রশাসনের নিরপে ভূমিকার কোন বিকল্প নাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ও উহা নিশ্চিত হইতে কেন বোধগম্য নহে। ঐ দুরবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভে সকল প্রগতিশীল মহলে ঐক্যবদ্ধও হইতে হইবে। স্বাধীনতার সপক্ষের সকল শক্তিকে একত্র হইয়া মোব করিতে হইবে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের। সরাসরি অপরাধমূলক তৎপ জড়িত বলিয়া শিবির সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইন-শৃংখলা বাহিনীকেও সক্রিয় হই হইবে। যেই কোন মূল্যে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ।